NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes

SSC 3rd Chapter

কৃষি ও জলবায়ু

- প্রতিকূল পরিবেশের ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো- ফসলের জাত নির্বাচন।
- বাংলাদেশে শীতকালে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা- ১১° সেলসিয়াস।
- দুইটি শীত সহিষ্ণু ধানের জাত হলো- ব্রি ধান ৩৬ ও ব্রি ধান ৫৫।
- ব্রি ধান ৫৫ জাতের গাছের উচ্চতা- সাধারণত ১০০ সেমি।
- একটানা ২০ দিন বা তার অধিক দিন বৃষ্টিপাত না হলে তাকে বলে- খরা।
- খরার তীব্রতা অনুযায়ী আমাদের দেশে ফলন ঘাটতি হয়- ১৫-৯০%।
- খরা সহিষ্ণু গমের জাত হলো- গৌরব, প্রদীপ।
- নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর, তুলা, পালংশাক, বার্লি ইত্যাদি হলো-উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু উদ্ভিদ।
- রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, গরচা, গাবুরা ইত্যাদি হলো- লবণাক্ততা সহিষ্ণু স্থানীয় ধানের জাত।
- গভীর পানির আমন ধানের জাত-বাজাইল ও ফুলকুড়ি।
- IPCC এর পূর্ণরূপ- Inter governmental Panel on Climate Change.
- জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্থ হবে- ৭ কোটি মানুষ।
- দেশের তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে ২০ সে. বৃদ্ধি পেলে অসম্ভব হবে-গম চাষ।
- বাংলাদেশে প্রতিবছর খরা কবলিত জমির পরিমাণ- ৩০-৪০ লাখ হেক্টর।
- তীব্র খরায় ফলন ঘাটতি হয় শতকরা- ৭০-৯০ ভাগ।
- ফলের উৎপাদন মৌসুমের ওপর নির্ভর করে খরাকে ভাগ করা যায়- ৩ ভাগে।
- বর্তমানে লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ- ১০.৫৬ লাখ হেক্টর।
- লবণাক্ততার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে লবণাক্ত মাটিকে ভাগ করা হয়েছে- ৫ ভাগে।
- আমাদের দেশে বন্যা হয় সাধারণত- মে-সেপ্টেম্বর মাসে।
- নাইজারশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান ৪৬ হলো- নাবী জাতের ধান।
- প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে বলে- অভিযোজন।
- খরা কবলিত অবস্থায় ফসলের টিকা থাকার কৌশলকে বলে-খরা প্রতিরোধ।
- খরাবস্থায় ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা এড়িয়ে যাওয়া।
- ফেলনের ফুল ফোটা হতে দানা পরিপক্ক হতে সময় লাগে ১৭-২০ দিন।
- পত্ররন্দ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে খরাবস্থা মোকাবেলা করে- যব।
- খরা পরিহার করার জন্য পাতা কুঞ্চিত করে অভিযোজন করে-জোয়ার, কাউন।
- চিনাবাদাম, তুলা ও ফেলনসহ অনেক দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের খরা প্রতিরোধের উপায় হলো- পাতার দিক পরিবর্তন করা।
- লবণাক্ততার প্রতি সাড়া প্রদানের ওপর ভিত্তি করে ফসলকে ভাগ করা হয়- ২ ভাগে।
- হ্যালোফাইটস উদ্ভিদ হলো- গোলপাতা, কেওড়া।

fb:@krisishikkha.com

- এ্যারেনকাইমা টিস্যুর বায়ু কুঠুরিতে জমা থাকে- অক্সিজেন।
- অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয়।
- মৎস্য চাষে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- পঞ্চম।
- আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের মোট পরিমাণ-৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর।
- বাংলাদেশে সামুদ্রিক এলাকার পরিমাণ- ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকি.মি.
- রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী, ২০২০-২০২১ সালে নাগাদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা- ৪৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।
- হ্যাচারিতে মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে-তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে।
- দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল- এপ্রিল-মে মাস। বুই প্রাকৃতিকভাবে ডিম পাড়ে- শুধুমাত্র হালদা নদীতে।
- মাছ উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের সাগরের দিকে সরে যাচ্ছে- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে।
- সামুদ্রিক মাছের উপযুক্ত আবাসস্থল ও প্রজনন স্থান- কোরাল রীফ বা প্রবাল।
- জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি হলো- প্রাকৃতিক দূর্যোগ।
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শালবন, পত্নীতলা ও নজীপুরের জঙ্গল বিলুপ্ত হয়েছে- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে।
- দেশের নদ-নদী, খাল উদ্ধার ও 'পুনঃখনন এবং ছোট-বড় রক্ষায় কার্যকর করতে হবে- পরিবেশ আইন।
- পরিবেশ বিপর্যয় হতে রক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ব্যবস্থা হলো-সামাজিক বনায়ন।
- কাঁচা ঘাসের অভাব হয় ও ঘাস শুকিয়ে যায়- খরায়।
- খরাকালীন অবস্থায় পশুর বহিঃদেশে উপদ্রব বৃদ্ধি পায়- পরজীবীর।
- খরার কারণে খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয়- তাপপীড়নে।
- গবাদিপশু অপুষ্টিতে ভোগে- বন্যার সময়।
- গবাদিপশু ও জীবজন্তু তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায়- জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকায়।
- গবাদিপশু উদরাময়, পেটের পীড়া ও পেটফাঁপাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়- জলোচ্ছ্বাসের সময়।
- মৎস্য ক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশে অভিযোজনগত কলাকৌশল- ১০টি
- ভেটকি, বাটা, পারশে ইত্যাদি মাছ হলো- লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
- লবণাক্ততা বেড়ে চলেছে এমন জলাশয়ে চাষ করা যেতে পারে- চিংড়ি ও কাঁকড়া।
- খরাপ্রবণ এলাকায় স্বল্প সময়ের পানিতে ছাড়তে হয়- মাছের বড় পোনা।
- খরা সহনশীল মাছ হলো- তেলাপিয়া, কই, দেশি মাগুর।
- মৎস্য পোনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে- বন্যাপ্রবণ এলাকায়।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যার সময়ে করা যেতে পারে- খাঁচায় মাছ চাষ।
- তাপমাত্রা সহনশীল মাছ হলো- মাগুর, রুই, শিং।
- পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে ব্যবস্থা করতে হয়- টোপাপানার।
- সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তন হচ্ছে- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।
- জীবের অভিযোজন নিয়ন্ত্রিত হয়- আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা।
- পরিবেশের কোনো প্রজাতি অভিযোজনে অক্ষম হলে- বিলুপ্তি ঘটে।

fb.@krisishikkha.com

- কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল বাবলাসহ বিভিন্ন গাছের পাতা পশুকে খাওয়ানো যায়- খরার সময়।
- পশুকে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে খাওয়াতে হবে- সবুজ অ্যালজি।
- সাইলেজ ও হে তৈরি করে রাখতে হবে- খরা আসার পূর্বে।
- গবাদিপশুকে কচুরিপানা, দলঘাস, কলাগাছ ইত্যাদি খাওয়ানো হয়- বন্যায়
- বন্যার পানি নেমে গেলে জমিতে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে- ঘাসের বীজ
- উপকূলীয় এলাকার বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো- জলোচ্ছ্বাস।
- সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বছরের যেকোনো সময়ে আঘাত হানে -জলোচ্ছ্বাস।
- জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকায় গবাদিপশুকে দিতে হয়- সংক্রামক রোগের টিকা।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১. আবহাওয়া কাকে বলে?
উত্তর: কোনো স্থানের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যকিরণ, বায়ুর চাপ, কুয়াশা প্রভৃতির দৈনিক সামগ্রিক অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।

প্রশ্ন-২. প্রতিকূল পরিবেশ কাকে বলে?
উত্তর: পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর আচরণ যখন ফসল উৎপাদন ও পশুপাখি পালনের উপযোগী থাকে না তাকে প্রতিকূল পরিবেশ বলে।

প্রশ্ন-৩, শীতকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা কত?
উত্তর: শীতকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৯° সে।

প্রশ্ন-৪. আমাদের দেশে শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কখন হয়?
উত্তর: আমাদের দেশে শীতকালে জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়।

প্রশ্ন-৫. বিরূপ বা প্রতিকূল আবহাওয়া ফসল চাষের পূর্বশর্ত কী?
উত্তর: বিরূপ বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল চাষের পূর্বশর্ত হলো উপযোগী ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন।

প্রশ্ন-৬, শৈত্য সহিষ্ণু ফসল কাকে বলে?
উত্তর: যেসব ফসল বিভিন্ন মাত্রার শৈত্য সহ্য করতে পারে সে সব ফসলকে শৈত্য সহিষ্ণু ফসল বলে।

প্রশ্ন-৭. শৈত্য প্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য ধানের একটি জাতের নাম লেখো।
উত্তর: শৈত্য প্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য ধানের একটি জাতের নাম হলো- ব্রি ধান ৫৫।

প্রশ্ন-৮, ব্রি ধান-৫৫ জাতটি কত সালে অনুমোদন লাভ করে?
উত্তর: ব্রি ধান-৫৫ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে।

প্রশ্ন-৯. খরা সহনশীল ফসল কাকে বলে?
উত্তর: যেসব ফসল বিভিন্ন মাত্রায় খরার তীব্রতা সহ্য করতে পারে সেসব। ফসলকে খরা সহনশীল ফসল বলে।

প্রশ্ন-১০, খরা কাকে বলে?
উত্তর: যখন কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হয় বা দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত হয় না তখন মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দিলে এ অবস্থাকে খরা বলে।

প্রশ্ন-১১. খরা সহিষ্ণু গমের একটি জাতের নাম লেখো।
উত্তর: খরা সহিষ্ণু গমের একটি জাতের নাম হলো বারি গম ২০।

প্রশ্ন-১২. বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) এর জীবনকাল কত দিন?
উত্তর: বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) এর জীবনকাল ১২৮-১৩০ দিন।

প্রশ্ন-১৩. বারি ছোলার হেক্টর প্রতি ফলন কত?
উত্তর: বারি ছোলার হেক্টর প্রতি ফলন ২.৪ টন।

প্রশ্ন-১৪. লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল কাকে বলে?
উত্তর: যেসব ফসল বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে সেসব ফসলকে লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল বলে।

প্রশ্ন-১৫. ঈশ্বরদী ৪০ কী?
উত্তর: ঈশ্বরদী ৪০ হলো আখের জাত।

fb.@krisishikkha.com

প্রশ্ন-১৬. বাজাইল কী?
উত্তর: 'বাজাইল' হলো লবণাক্ততা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের আমন ধান।

প্রশ্ন-১৭. লবণাক্ততা প্রিয় এমন একটি ধানের জাতের নাম লেখো।
উত্তর: ব্রি ধান ৪৭ লবণাক্ততা প্রিয় ধানের জাত।

প্রশ্ন-১৮. ব্রি ধান ৪৭ কত সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে?
উত্তর: ব্রি ধান ৪৭ চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে ২০০৬ সালে।

প্রশ্ন-১৯. নারিকেল গাছ কোন ধরনের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল?
উত্তর: নারিকেল গাছ উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল।

প্রশ্ন-২০. উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার প্রধান ফসল কী?
উত্তর: উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার প্রধান ফসল হলো ধান।

প্রশ্ন-২১, লবণাক্ত সহিষ্ণু ১টি আখের জাতের নাম লেখো।
উত্তর: লবণাক্ত সহিষ্ণু ১টি আখের জাতের নাম হলো ঈশ্বরদী ৪০।

প্রশ্ন-২২, খরা সহিষ্ণু আখের জাতে উচ্চমাত্রায় কী থাকে।
উত্তর: খরা সহিষ্ণু আখের জাতে উচ্চমাত্রায় চিনি থাকে।

প্রশ্ন-২৩, বন্যা বা জলাবদ্বতা সহিষ্ণু ফসল কাকে বলে?
উত্তর: যেসব ফসল বন্যা বা জলাবদ্ধতার প্রভাব সহ্য করে টিকে থাকতে পারে তাকে বন্যা না জলাবল্লতা সহিষ্ণু ফসল বলে।

প্রশ্ন-২৪, বন্যা সহিষ্ণু কয়েকটি ধানের জাতের নাম লেখো।
উত্তর: বন্যা সহিষ্ণু কয়েকটি ধানের জাত হলো বাজাইল, ফুলকড়ি, তি ধান-৪৪, বি আর ২২, নি আর ২৩, ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৪৫ প্রভৃতি।

প্রশ্ন-২৫. আখের ঈশ্বরদী ৩২ জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন কত?
উত্তর: আখের ঈশ্বরদী ৩২ জাতটির যেষ্টর প্রতি ফলন ১০৪ টন। জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

প্রশ্ন-২৬. জলবায়ু কী?
উত্তর: কোনো স্থানের ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় হলে জলবায়ু।

প্রশ্ন-২৭. গ্রিনহাউস ইফেক্ট কী? সূত্র গঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৬।
উত্তর: তাপ শোষণের মাধ্যমে গ্রীন হাউস গ্যাসগুলোর (কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলার প্রভাব হচ্ছে গ্রিনহাউস ইফেক্ট।

প্রশ্ন-২৮. IPCC কী?
উত্তর: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) হলো। জাতিসংঘের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক ও আন্তঃসরকারি সংস্থা যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, এর প্রভাব এবং তা প্রতিরোধের বিকল্প কলাকৌশল গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-২৯. IPCC এর অর্থ কী?
উত্তর: IPCC-এর অর্থ বা পূর্ণরূপ হলো- Intergovernmental Panel on Climate Change.

প্রশ্ন-৩০, তীব্র খরা কাকে বলে?
উত্তর: যে খরার প্রভাবে ফলনের ৭০-৯০ ভাগ ঘাটতি হয় তাকে তীক্রী খরা বলে।

প্রশ্ন-৩১, মাঝারি খরা কাকে বলে?
উত্তর: যে খরার প্রভাবে ৪০-৭০ ভাগ ফসলের ফলন ঘাটতি হয় তাঁকে মাঝারি খরা বলে।

প্রশ্ন-৩২, তাপমাত্রার সাথে উফশী ধানের ফলনের সম্পর্ক কী?
উত্তর: তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উফশী ধানের ফলন কমে যায়।

প্রশ্ন-৩৩, তীব্র খরায় এ দেশে শতকরা কতভাগ ফসলের ঘটতি হতে পারে।
উত্তর: তীব্র খরার সময় এদেশে ৭০-৯০% ফসলের ঘাটতি হতে পারে।

প্রশ্ন-৩৪, বাংলাদেশে বর্তমানে লবণ্যস্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ কত?
উত্তর: বাংলাদেশে বর্তমানে লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ ১০.৫৬ লাখ হেক্টর।

প্রশ্ন-৩৫. খরা কবলিত অবস্থা কাকে বলে?

fb.@krisishikkha.com

উত্তর: অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে উদ্ভিদের দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে খরা কবলিত অবস্থা বলে।

প্রশ্ন-৩৬, দাপোগ বীজতলা কী?
উত্তর: প্রতিকূল পরিবেশে একটানা বৃষ্টিপাত হলে বীজতলায় চারা তৈরি। সম্ভব না হলে উঠোন বা বারান্দা বা কোনো চালার নিচে ইট, বাঁশ, ওস্তা, পাইপ বা কলাগাছ চারপাশে দিয়ে তার উপর পলিথিন, ত্রিপল বা কলাপাতা বিছিয়ে চারা উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করা হয়, সেটাই দাপোগ বীজতলা।

প্রশ্ন-৩৭. অভিযোজন কাকে বলে।
উত্তর: প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃতীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনকে অভিযোজন বলে।

প্রশ্ন-৩৮. অভিযোজন কৌশল কী?
উত্তর: বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেওয়াই অভিযোজন কৌশল।

প্রশ্ন-৩৯, সুপ্তাবস্থা কাকে বলে?
উত্তর: বীজের জীবনীশক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণে ফসলের বীজ পরিবেশগত কারণে ফসলের বীজ অঙ্কুরিত হয় না, এ অবস্থাকে ফসল বা বীজের সুপ্তাবস্থা বলে।

প্রশ্ন-৪০. খরা প্রতিরোধ কাকে বলে?
উত্তর: খরাকবলিত অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে।

প্রশ্ন-৪১, খরা এড়ানো কী?
উত্তর: বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া ও খরা অবস্থা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জীবনচক্র শেষ করে খরা কবলিত না হওয়ার কৌশলই হলো খরা এড়ানো।।

প্রশ্ন-৪২, প্রোলিন কী?
উত্তর: প্রোলিন হলো এক ধরনের অ্যামাইনো এসিড যা প্রোটিনের জৈব সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্ভিদকে খরা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৪৩. মাইকোফাইটস কী?
উত্তর: যে সকল উদ্ভিদ লবণাস্ত্র মাটিতে অঙ্কুরোদগম করতে পারে না এমনকি বেঁচে থাকতে পারে না, তারাই গ্লাইকোফাইটস।

প্রশ্ন-৪৪, হ্যালোফাইটস উদ্ভিদ কী?
উত্তর: যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে সেখানেই জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে তারাই হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ।

প্রশ্ন-৪৫. খরার ফলে উদ্ভিদে কোন এনজাইমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
উত্তর: খরার ফলে উদ্ভিদে ইথিলিন এনজাইমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৪৬. পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ কোনটি?
উত্তর: পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ হলো ধান।

প্রশ্ন-৪৭, অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণ ও মাছ চাষে। বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম?
উত্তর: মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় এবং মাছ চাষে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পদ্যম।

প্রশ্ন-৪৮, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাসের কারণ কী?
উত্তর: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাসের কারণ হলো জলবায়ুর পরিবর্তন।

প্রশ্ন-৪৯. মৌসুমি পুকুরে চাষিরা কখন মাছ ছাড়ে?
উত্তর: এপ্রিল-মে মাসে মৌসুমি পুকুরে চাষিরা মাছ ছাড়ে।

প্রশ্ন-৫০. একমাত্র কোন নদীতে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছ ডিম পাড়ো।
উত্তর: একমাত্র হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে বুই জাতীয় মাছ ডিম পড়ে।

প্রশ্ন-৫১. সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থলের নাম কী?
উত্তর: সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থলের নাম হলো কোরাল রীফ।

প্রশ্ন-৫২. দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল কোন মাস?

fb:@krisishikkha.com

উত্তর: এপ্রিল-মে মাস হলো দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল।

প্রশ্ন-৫৩, সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা কেন পরিবর্তিত হচ্ছে?
উত্তর: জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রশ্ন-৫৪. কোরাল রীফ কী?
উত্তর: কোরাল রীফ হলো সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বাস করে এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল।

প্রশ্ন-৫৫. লবণাক্ততা সহনশীল জাতের দুটি মাছের নাম লেখো।
উত্তর: লবণাক্ততা সহনশীল জাতের দুটি মাছের নাম হলো ভেটকি ও বাটা।

প্রশ্ন-৫৬, লবণাক্ততা ক্রমবর্ধমান এমন জলাশয়ে কী ধরনের চাষ করা উচিত?
উত্তর: লবণাক্ততা ক্রমবর্ধমান এমন জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ করা উচিত।

প্রশ্ন-৫৭. তাপমাত্রা সহনশীল জাতের দুটি মাছের নাম লেখো।
উত্তর: তাপমাত্রা সহনশীল জাতের দুটি মাছ হলো মাগুর ও শিং মাছ।

প্রশ্ন-৫৮. খরা সহনশীল জাতের একটি মাছের নাম লেখো।
উত্তর: খরা সহনশীল জাতের একটি মাছের নাম হলো তেলাপিয়া।

প্রশ্ন-৫৯. কোন ধরনের এলাকায় খাঁচায় মাছ চাষ করা হয়?
উত্তর: বন্যাপ্রবণ এলাকায় খাঁচায় মাছ চাষ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির উপর প্রভাব

প্রশ্ন-৬০. উপকূলীয় এলাকার প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী?
উত্তর: উপকূলীয় এলাকার প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো জলোচ্ছ্বাস।

প্রশ্ন-৬১. কী কারণে পশুর বহিঃদেশের পরজীবীর উপদ্রব বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: খরার কারণে পশুর বহিঃদেশের পরজীবীর উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৬২. কোন সময় গবাদিপশুর কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: বন্যার সময় গবাদিপশুর কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৬৩, ঘাসে বিষক্রিয়া হয় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে?
উত্তর: বন্যায় ঘাসে বিষক্রিয়া হয়।

প্রশ্ন-৬৪, কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য কী?
উত্তর: কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য হলো সবুজ অ্যালজি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

প্রশ্ন-৬৫, বন্যার সময় কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে গবাদিপশুকে কী যাওয়াতে হবে? সূত্র : পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।
উত্তর: বন্যার সময় কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে গবাদিপশুকে হে ও সাইলেজ খাওয়াতে হবে।

fb@krisishikkha.com